

ধ্বনি পরিবর্তন বলতে কী বোঝ? ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ ও সূত্রাবলি আলোচনা কর।

ভাষার পরিবর্তন ধ্বনির পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। উচ্চারণের সময় সহজীকরণের প্রবণতায় শব্দের মূল ধ্বনির যে-সব পরিবর্তন ঘটে তাকে ধ্বনি পরিবর্তন বলা হয়। ধ্বনির পরিবর্তন নানা প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। সাধারণত জিভের আলসেমি, অনুধাবন ও অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি, সহজে উচ্চারণ করার প্রবণতা ইত্যাদি কারণে ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে উচ্চারণের সময় এক ধ্বনির জায়গায় অন্য ধ্বনি আসে, পরের ধ্বনিকে আগেই উচ্চারণ করা হয়।

ভাষার বহিঃগঠনের মূল উপাদান হল ভাষার ধ্বনি এবং তার অন্তরঙ্গ বক্তব্য হল তার অর্থ। ভাষার পরিবর্তনের তাই দু'টি প্রধান দিক হল ধ্বনি পরিবর্তন (Sound Change) এবং অর্থ পরিবর্তন (Semantic Change)।

ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ

কতগুলো কারণে ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে। সেগুলি নিচে আলোচনা করা হল:

ভৌগোলিক পরিবেশ ও জলবায়ু: বিখ্যাত দার্শনিক বডিন প্রথম অনুমান করেন যে, একটি জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রকৃতি সেই জাতির ভৌগোলিক পরিবেশ ও তার জলবায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই থেকে কোনো-কোনো ভাষাতত্ত্ববিদ সিদ্ধান্ত করেন যেখানকার ভূপ্রকৃতি রক্ষণ কঠোর সেখানকার ভাষায় কঠোরতা বেশী এবং যেখানকার ভূপ্রকৃতি বর্ষাশ্লিষ্ট কোমল সেখানকার ভাষায় কোমলতা ও মাধুর্য বেশী। এই কারণে জার্মানি ও ইংরেজি ভাষা অপেক্ষাকৃত কঠোর, আর ফরাসি ও ইতালিয় ভাষা অপেক্ষাকৃত মধুর। এই কারণে পঞ্চম চার্লসের বিখ্যাত উক্তি, “আমি ভগবানের সাথে কথা বলি স্পেনীয় ভাষায়, নারীর সঙ্গে কথা বলি ইতালীয় ভাষায়, পুরুষের সঙ্গে কথা বলি ফরাসী ভাষায় এবং আমার ঘোড়ার সঙ্গে কথা বলি জার্মান ভাষায়”- এর পেছনে কেই কেই ভৌগোলিক কারণ আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। প্রত্যেক ভাষায় স্বরূপ স্বাতন্ত্র্য যে পুরোপুরি ভৌগোলিক প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একথা সর্বক্ষেত্রে অব্যর্থভাবে লক্ষ্য করা যায় না। বর্ষাশ্লিষ্ট সুজলা সুফলা বঙ্গপ্রকৃতির কোলে গড়ে উঠা বাংলা ভাষা একটি মধুর ভাষা সন্দেহ নেই, কিন্তু দিল্লি-আলীগড়-লক্ষৌ অঞ্চলের শুষ্ক রক্ষণ প্রকৃতিতে বিকশিত উর্দু ভাষার মাধুর্যও সর্বজনস্বীকৃত।

অন্যজাতির ভাষার প্রভাব: একটি জাতি দীর্ঘকাল অন্যজাতির শাসনাধীনে থাকলে শাসকজাতির ভাষার প্রভাব শাসিত জাতির ভাষায় পড়তে থাকে। এর ফলে এক ভাষার শব্দ ও বাগধারাই শুরু অন্য ভাষায় গৃহীত হয় তা নয়, একভাষার উচ্চারণরীতি এবং ধ্বনিও অন্য ভাষায় গৃহীত হয়, এবং এতে গ্রহণকারী ভাষার ধ্বনি পরিবর্তন সংঘটিত হয়।

উচ্চারণের ত্রুটি, আরামপ্রিয়তা: ভাষা ব্যবহারে দুটি টঙ্কের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ- বক্তা ও শ্রোতা। বক্তা ভাষা উচ্চারণ করে এবং শ্রোতা তা শ্রবণ করে। বক্তার উচ্চারণে বা শ্রোতার শ্রবণে ত্রুটি ঘটলে ধ্বনিবিকৃতি সাধিত হয় এবং সেই ধ্বনিবিকৃতিই প্রচলিত লাভ করলে ভাষার ধ্বনির পরিবর্তন সাধিত হয়। বক্তার দিক থেকে যদি ধ্বনি উচ্চারণের কষ্ট লাঘব করার প্রবণতা থাকে অথবা জিহবার আড়ষ্টতা থাকে তা হলে বক্তা অনেক দুরূহা ধ্বনিসমাবেশকে সহজ করে ফেলে।

শ্রবণের ও বোধের ত্রুটি: বক্তার দিক থেকে উচ্চারণের ত্রুটির ফলে যেমন ধ্বনিবিকৃতি হতে পারে, শ্রোতার দিক থেকে শোনার ও বোঝার ত্রুটির ফলেও তেমনি ধ্বনিবিকৃতি ঘটতে পারে। বিদেশি ভাষা থেকে গৃহীত শব্দের ধ্বনিবিকৃতি ও ধ্বনিপরিবর্তন এই কারণে হতে পারে।

ধ্বনি পরিবর্তনের ধারা ও সূত্র

আদি স্বরাগম: সাধারণত শব্দের আদিতে সংযুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে সেই সংযুক্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারণ সৌকর্যের জন্যে তার আগে একটা স্বরধ্বনি এনে ফেলা হয়। শব্দের আদিতে স্বরধ্বনির এই আবির্ভাবকে বলে আদি স্বরাগম।

যেমন: স্কুল > ইস্কুল, স্পৃহা > আস্পৃহা

মধ্যস্বরাগম/স্বরভক্তি: উচ্চারণের সুবিধার জন্য যুক্ত অক্ষরের মধ্যে আমরা স্বরধ্বনি এনে ফেলি। ধ্বনি পরিবর্তনের এই ধারাকে মধ্যস্বরাগম বলে।

যুক্তব্যঞ্জন উচ্চারণে বাগযন্ত্রের ওপর বাড়তি চাপ পড়ে। সেজন্য বাংলা ভাষার সম্ভাব্য ক্ষেত্রে যুক্তব্যঞ্জনকে ভেঙ্গে তার মাঝে স্বরধ্বনি এনে উচ্চারণকে সহজ ও সরল করার প্রবণতা দেখা যায়। ভক্তি শব্দের অর্থ বিভাজন। স্বরভক্তি শব্দের অর্থ স্বর সহযোগে বিভাজন।

যেমন: গ্রাস > গেরাস

ভক্তি > ভকতি

গ্লাস > গেলাস

অন্ত্যস্বরাগম: কোনো কোনো সময় শব্দের শেষে অতিরিক্ত স্বরধ্বনি আসে। এরূপ স্বরাগমকে বলা হয় অন্ত্যস্বরাগম।

যেমন: দিশ্ > দিশা

সত্য > সতি

অপিনিহিতি: শব্দের মধ্যে ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত ‘ই’ বা ‘উ’ উচ্চারণের সময় স্বস্থানে উচ্চারিত না হয়ে যে ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত তার অব্যবহিত পূর্বে উচ্চারিত হলে ওই রীতিকে অপিনিহিতি বলে।

যেমন: আজি > আইজ

সাধু > সাউধু

সত্য > সইত্য

অভিশ্রুতি: অভিশ্রুতি অপিনিহিতির পরবর্তী পর্যায়। কথ্য বা চলিত বাংলায় অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতি জনিত কারণে ধ্বনি পরিবর্তনের অনেক নিদর্শন আছে। অপিনিহিতির ‘ই’ বা ‘উ’ পরবর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে এক প্রকার সন্ধিতে মিলিতে হলে এবং তার প্রভাবে পরবর্তী স্বরের সঙ্গতি বা বিকৃতি ঘটলে তাকে বলা হয় অভিশ্রুতি।

যেমন: রাখিয়া > রাইখা (অপিনিহিতি) > রেখে (অভিশ্রুতি)

মাইখ্যা > মেখে (অপিনিহিতি) > মেখে (অভিশ্রুতি)

সমীভবন বা সমীকরণ: শব্দের মধ্যে পাশাপাশি অবস্থিত অসম ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সুবিধার্থে একে অপরের প্রভাবে সঙ্গতি বা সাম্য লাভ করলে, তাকে বলা হয় সমীভবন বা সমীকরণ। যেমন: জন্ম > জন্ম, কাঁদনা > কান্না

সমীভবন তিন রীতিতে হয়। যথা ক. প্রগত সমীভবন

খ. পরাগত সমীভবন

গ. অন্যান্য সমীভবন

ক. প্রগত সমীভবন: পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী অসম ব্যঞ্জনধ্বনি পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির সমতা প্রাপ্ত হয় তাকে প্রগত সমীভবন বলে।

যেমন: গলদা > গল্লা, পদ্ম > পদ্, স্বর্ণ > সন্

খ. পরাগত সমীভবন: পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী অসম ব্যঞ্জনধ্বনি পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির সমতা লাভ করে তাকে পরাগত সমীভবন বলে।

যেমন: কর্ম > কন্ম, কর্তা > কন্তা

গ. অন্যান্য সমীভবন: পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অসম ব্যঞ্জনধ্বনির পরস্পরকে প্রভাবিত করে উভয়ে রূপান্তরিত হয়ে সাম্য লাভ করে তাকে অন্যান্য সমীভবন বলে।

যেমন: বিশি > বিচ্ছিরি, কুৎসিত > কুচ্ছিত

বিষমীভবন: সমীভবনের বিপরীত রীতি বিষমীভবন। শব্দের মধ্যে পাশাপাশি অবস্থিত সমান দুই ব্যঞ্জনের মধ্যে যে-কোন একটি বদলে গেলে, ধ্বনি পরিবর্তনের এই রীতিকে বলা হয় বিষমীভবন।

যেমন: শরীর > শরীল, লাল > নাল, লেবু > নেবু

ধ্বনি বিপর্যয়: উচ্চারণের সময় কিছু কিছু শব্দস্থিত ধ্বনির স্থান পরিবর্তন ঘটে। আগের ধ্বনি পরে যায় ও পরের ধ্বনি আগে আসে- এরকম অবস্থানগত বিপর্যয়কে ধ্বনি বিপর্যয় বলে।

যেমন: পিশাচ > পিচাশ, মগজ > মজগ, লাফ > ফাল

নাসিকীভবন: নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি ঙ, ঙ, এং, ণ, ন, ম লোপ পাওয়ার ফলে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সানুনাসিক হলে, পরিবর্তন জনিত এই প্রক্রিয়ার নাম নাসিকীভবন।

যেমন: হংস > হাঁস, ভণ্ড > ভাঁড়, কম্প > কাঁপা, তাম্বু > তাঁবু

সম্প্রকর্ষ বা ধ্বনিলোপ: শব্দের অন্তর্গত একটি ধ্বনি বা একাধিত ধ্বনি বাদ দিয়ে আমরা কোনো শব্দকে একটু ছোট করে আনি, এতে উচ্চারণের সুবিধাও হয়। অর্থাৎ দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদি, অন্ত বা মধ্যবর্তী কোনো স্বরধ্বনির লোপকে বলা হয় সম্প্রকর্ষ বা ধ্বনিলোপ।

যেমন: বসতি > বস্তি, জানালা > জানলা

বর্ণদ্বিত্ব: অর্থের গুরুত্ব অনুযায়ী কিছু শব্দের কোনো ধ্বনির উচ্চারণে দ্বিত্ব হয়, আর সে কারণে তাদের বানানে দ্বিত্ববর্ণ আসে।

যেমন: সকাল > সন্কাল, বড় > বড্ড, ছোট > ছোট্ট, পাকা > পাক্কা

ধ্বনিবিকার: পদের অন্তর্গত কোনো বর্ণ পরিবর্তিত হয়ে নতুন রূপ ধারণ করলে তাকে ধ্বনিবিকার বলে।

যেমন: শাক > শাগ, ধোবা > ধোপা

ব্যঞ্জনচ্যুতি বা ধ্বনিচ্যুতি: পাশাপাশি সমউচ্চারণের দুটো ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে তার একটি লোপ পায়, আর এই রূপ লোপকে বলা হয় ব্যঞ্জনচ্যুতি।

যেমন: বড়দিদি > বড়দি, বড়দাদা > বড়দা

শ্রুতিধ্বনি: পাশাপাশি দুটি কিংবা তার বেশি স্বরধ্বনি থাকলে উচ্চারণের সুবিধার জন্য তাদের মধ্যে একটি অতিরিক্ত ধ্বনি এলে তাকে শ্রুতিধ্বনি বলে।

যেমন: চা + র (এর) = চায়ের, মা + র (এর) = মায়ের

লোকনিরুক্তি: অপরিচিত শব্দ লোকমুখে পরিচিত শব্দের সাদৃশ্য পেয়ে যে পরিবর্তন ঘটে তাকে লোকনিরুক্তি বলে।

যেমন: উর্গবাভ > উর্গনাভ

বিমুখ ধ্বনিপরিবর্তন: একই শব্দ যদি ধ্বনিপরিবর্তনের ফলে একাধিক রূপ লাভ করে অর্থাৎ ধ্বনির পরিবর্তনের ফলে যদি একই শব্দ থেকে একাধিক শব্দের জন্ম হয় তবে সেই ধরনের পরিবর্তনের বিমুখ ধ্বনিপরিবর্তন বলে।

যেমন: ভণ্ড > ভান ও ভাঁড়, চিত্র > চিতা ও চিত্তির